২৩/৮/২০০১

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ...৭... কলাম ...২.......

ভোরের কাগজ

সম্পাদকীয়

ঢাকা সোমবার ২৯ শ্রাবণ ১৪০৮
১৩ আগস্ট ২০০১

সার্ক শীর্ষ বৈঠকের সম্ভাবনা

একাদশ শীর্ষ বৈঠক সফলভাবে অনুষ্ঠিত হলে সার্কের চেতনার একটা পুনরুজ্জীবন ঘটবে এবং জোটের কার্যক্রমও চাঙ্গা হয়ে উঠবে বলে আমরা আশা করি। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, সার্কের মতো একটি জোটের পূর্ণ বিকাশের মধ্যেই দক্ষিণ এশিয়ার বিশাল জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সমৃদ্ধি, শান্তি ও মৈত্রীর চাবিকাঠি আছে।

এ বছরের শেষ দিকে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের একটি সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। কলম্বোতে সার্ক স্ট্যান্ডিং কমিটির একটি বিশেষ সভা থেকে সম্প্রতি প্রস্তাব করা হয়েছে যে, এ বছরের ডিসেম্বর মাসের ২৮ থেকে ৩০ তারিখের মধ্যে নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডু শহরে একাদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে পারে।

এ খবরটিকে আমরা স্বাগত জানাই। কারণ এর মধ্য দিয়ে বর্তমানে মৃতপ্রায় সার্ক জোটটিকে আবার পুনরুজ্জীবিত করে তোলার একটি সুযোগ সৃষ্টি হবে। ১৯৯৯ সালের শেষ দিকে এই কাঠমান্ডুতেই একাদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পাকিস্তানে ক্ষমতার পট পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে অক্টোবর মাসে এই শীর্ষ সম্মেলন স্থগিত করা হয়। ফলে দুবছরেরও বেশি সময় হয়ে গেলো সার্কভুক্ত সাতটি উপমহাদেশীয় রাষ্ট্রের শীর্ষ নেতাদের একসঙ্গে বসার কোনো সুযোগ হয়নি।

অনেক সম্ভাবনা নিয়ে সার্ক আঞ্চলিক জোটটির সৃষ্টি হয়েছিল উপমহাদেশের সাতটি রাষ্ট্র বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপকে নিয়ে। দক্ষিণ এশিয়ার এ দেশগুলো যেমন হাজার বছরের অভিন্ন ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা বহন করছে, তেমনি তাদের স্বকীয় পরিচয় ও সত্তাও গড়ে তুলেছে। সার্কের মতো একটি জোট এ দেশগুলোর শতাধিক কোটি মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়াসে নতুন গতি এনে দিতে পারে। গড়ে তুলতে পারে পারস্পরিক সহযোগিতা, মৈত্রী ও ঐক্যের নতুন সম্ভাবনার দ্বার।

আজকের দুনিয়ায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাফল্য দেখে সার্কের সম্ভাবনা কতো ব্যাপক তার একটা আন্দাজ করা যায়। ইউরোপীয় ইউনিয়নের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে এখন উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকাতেও আঞ্চলিক জোট গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে। অথচ অনেক আগে শুরু করেও এবং অভিন্ন বাজার গড়ে তোলার পথে বেশ কিছু নীতিগত ঐকমত্য গড়ে তোলার পরও সার্ক জোট কাঙ্ক্ষিত গতিশীলতা অর্জন করতে পারেনি এ অঞ্চলের জনগণের প্রত্যাশাও এখনো পূরণ করতে পারেনি। এর জন্য দায়ী সদস্য দেশগুলোর মধ্যকার জটিল রাজনৈতিক সম্পর্ক, বিশেষ করে জোটের দুই পারমাণবিক শক্তিধর দেশ ভারত ও পাকিস্তানের ক্রমাবনতিশীল দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক ও পারস্পরিক অবিশ্বাস। এসব কারণে এখন সার্ক জোটের কার্যক্রম ও অগ্রগতি অত্যন্ত সীমিত ও শ্লথ হয়ে পড়েছে।

এই অবস্থায় একাদশ শীর্ষ বৈঠক সফলভাবে অনুষ্ঠিত হলে সার্কের চেতনার একটা পুনরুজ্জীবন ঘটবে এবং জোটের কার্যক্রমও চাঙ্গা হয়ে উঠবে বলে আমরা আশা করি। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, সার্কের মতো একটি জোটের পূর্ণ বিকাশের মধ্যেই দক্ষিণ এশিয়ার বিশাল জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সমৃদ্ধি, শান্তি ও মৈত্রীর চাবিকাঠি আছে। সার্ককে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এ অঞ্চলের উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের দরকার।